[redacted]

[redacted]

টাকা নেয়াটা অহেতুক। গ্রাহক সকল শর্ত পূরণ করার পরেই তাকে সংযোগ দেয়া হয়েছে। গ্রাহককে কেন প্রতিমাসে অতিরিক্ত চার্য দিতে হবে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কাথুলী সড়কে ৬৩৯ হিসাব নম্বরের গ্রাহক সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন প্রথম ধাপে। প্রতি ইউনিট বিল দাখিল করার কথা ৪ টাকা ১৯ পয়সা হিসেবে। তাকে বিল দাখিল করা হয়েছে তৃতীয় ধাপে প্রতি ইউনিট ৬ টাকা হিসেবে। এনিয়ে ওই গ্রাহকের সাথে বিদ্যৎ বিভাগের প্রকৌশলীর সাথে বাদানুবাদ হয়। হোটেল বাজারের মামুন হোসেন অভিযোগ করেন- মাঝে মধ্যেই তাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে যেতে হয়। মামুন জানান- কোন ভোক্তার অভিযোগ আমলে নেয়া হয়না। তিনি সোলার পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলেও জানান।

জানতে চাইলে কাথুলী সড়কের দায়ীত্বপ্রাপ্ত মিটার রিডার আফজাল হোসেন জানান- তিনি শারীরীকভাবে ছোট হওয়ার কারনে উঁচুতে থাকা মিটারের ইউনিট সঠিক দেখতে না পাবার কারণে এমন হতে পারে। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: লি: মেহেরপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: তোফাজ্জেল হোসেন বলেন- রিডিং ভুল হলে আগে স্থানীয়ভাবে আমরা সংশোধন করতে পারতাম। এখন কেন্দ্রিয় কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এখন আমাদের কিছু করার নেই। কেউ অভিযোগ করলে আমরা কেন্দ্রে সেই অভিযোগ প্রেরণ করি। তিনি স্বীকার করেন মিটার রিডার আফজাল হোসেনের এলাকার ভোক্তারা এমন অভিযোগ করেন। তিনি আরও স্বীকার করেন পরের মাসে ইউনিট সমন্বয় করা হলেও বিভিন্ন ধাপ পদ্ধতির কারনে ভোক্তা আর্থিকভাবে দণ্ডিত হন।

বিদ্যুৎ ভোক্তাদের দাবি ধাপ পদ্ধতি এবং আবাসিক সংযোগে লোড পদ্ধতির নামে মাসিক টাকা বন্ধের।